JAN. 07 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশের 'প্রাথমিক বৃত্তি' পরীক্ষা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

'প্রাথমিক বৃত্তি' পরীক্ষা হচ্ছে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ের জন্য জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫ম শ্রেণীর পাঠশেষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কচি কচি ছেলেমেয়েরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। অনেকেই খুব ভাল প্রস্তুতি নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা দিয়ে মনে মনে বৃত্তিলাভের স্বপ্নও দেখে। কিন্তু যদি পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে এ সকল পরীক্ষার্থী বৃত্তি না পায় তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মন খারাপ হবে। অধিকন্তু যদি তাদের চেয়ে কম মেধাবী ও নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি পেয়ে যায় তবে নিশ্চিতই তারা হতাশাগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রে তারা লেখাপড়ায় আগ্রহ-উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলবে। ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে এ ধরনেরই একটা অনিশ্চিত আতংকের মধ্যে থাকে।

এ কথাগুলো লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিগত বছরগুলো থেকে 'প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিটি উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কোটাভিত্তিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে 'সাধারণ বৃত্তি' এবং সমগ্র উপজেলায় দুটি ছেলে ও দুটি মেয়েকে 'ট্যালেন্টপুল বৃত্তি' প্রদানের নীতি অনুসরণ করা হয়। ছেলেমেয়েদের জন্য এ ধরনের বাধ্যবাধকতার ফলে অনেক ভাল ছাত্রছাত্রীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে অধিক নম্বর পেয়েও অনেক ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পায় না।

এ কোটা পদ্ধতির ফলে শহর এলাকার অনেক ভাল ভাল ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভাল পরীক্ষা দিয়ে অধিক নম্বর পেয়েও বৃত্তি লাভে ব্যর্থ হয়। অথচ ইউনিয়ন পর্যায়ের কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে অল্প নম্বর পেয়েও বৃত্তিলাভ করে থাকে। এতে শহর এলাকার ভাল ভাল ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিতই হয় না, তারা বৈষম্যেরও শিকার হয়। তাদের প্রতি করা হয় অবিচার এবং তারা হারিয়ে ফেলে লেখাপড়ায় আগ্রহ-উৎসাহ-উদ্দীপনা। কোমলমতি এ সকল ছাত্রছাত্রীকে এভাবে অধিকার বঞ্চিত করা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

এ কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নাকি গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা। তবে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে বঞ্চিত করে, নিরুৎসাহিত করে তাদের এভাবে উৎসাহিত করা অযৌক্তিক। বিজ্ঞজনেরা মনে করেন যে, এতে তারাও উৎসাহিত হচ্ছে না, বরং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। তাদেরকে প্রতিযোগিতা করার সুযোগই দেয়া হচ্ছে না। এর চেয়ে বরং শহর এলাকার ভাল ভাল ছাত্রছাত্রীর সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার নীতি গ্রহণ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী গড়ে তুলতে অধিকতর আন্তরিক ও সচেষ্ট হবেন।

যদি গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য এ কোটা পদ্ধতি বহাল রাখতেই হয়, তবে বৃত্তির মোট সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে অন্তত ইউনিয়ন পর্যায়ে যারা সর্বনিম্ন নম্বর পেয়ে বৃত্তি লাভ করবে তাদের সমান নম্বরপ্রাপ্ত সকল পরীক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের নীতি অনুসরণ করলে সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। এতে গ্রাম পর্যায়ের কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও উৎসাহিত হবে, সাথে সাথে ভাল নম্বরপ্রাপ্ত কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের প্রতিও সুবিচার করা হবে।

অতএব, এ বিষয়টি সুচিন্তিতভাবে বিবেচনা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নেছার আহমদ
সহকারী অধ্যাপক
শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার